কাজী জহিরুল ইসলাম জন্মগ্রহন করেন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায়। তিনি আশির দশকের কবি। দেশের প্রায় সব পত্র পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী এবং প্রবন্ধ লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯। কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কবি জসীম উদ্‌দীন পুরস্কার ১৪০৬' এ ভূষিত। বর্তমানে জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসাবে আইভরি কোস্টে কর্মরত। আন্তর্জালের একজন নিয়মিত লেখক। *'কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা ও তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাত'* শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রবন্ধ লিখেছেন কবি আল মাহমুদ, যেটি আল মাহমুদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কবির সৃজন-বেদন'-এ সংকলিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সব্যসাচী লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন, 'ক্রোধ আছে-কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসা-স্বপ্ন-তৃষ্ণা প্রবলতর অর্থাৎ জিজীবিষা আর ইতিবাচকতা। কাজী জহিরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত সপ্রেম দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন জীবন ও পৃথিবীর দিকে, ভালোবাসাতেই সিক্ত করেছেন মরুভূমির আতপ্ত হৃদয়'। সেই ভালোবাসার আলোয় স্নাত উপন্যাস 'গ্রহান্তরের সুখ' সাতরঙের পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

-সম্পাদক, সাতরঙ

গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

।।আট।।

খেতে বসে কিছুই ভাল্লাগছে না অমিতের। কই মাছের দোপেয়াজা ওর প্রিয় খাবার। সেই প্রিয় খাবারও মুখে তুলতে ইচ্ছে করছে না। কেন করছে না বুঝতে পারছে না অমিত। সাধারণত কারো সাথে ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি এ জাতীয় ঘটনার পরে মন খারাপ হয়। তখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। অমিতের আজ কারো সঙ্গেই এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। তাহলে অমন লাগছে কেনো? কোনো জবাব খুঁজে পায় না ও। বাঁ হাত কপালে তুলে টেম্পারেচার পরীক্ষা করে। ঠিকই আছে, গা-ওতো গরম না। খেতে ইচ্ছে না হওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। মাঝে মাঝে সম্ভবত কোনো কারণ ছাড়াই এমন হয়। কোনো কিছুই ভাল্লাগে না। কিন্তু অমিতের এখন সেই সময় না, ওর এখন সব কিছু ভালো লাগার সময়। তবু ওর খারাপ লাগে এবং খারাপ লাগার মাত্রাটা বাড়তেই থাকে। অমিত জানে এর কারণ খুঁজে লাভ নেই। কারণ প্রকৃতি তার সব রহস্য মানুষের হাতে তুলে দেয় নি। কিছু কিছু নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। এটিও প্রকৃতির সেই মুষ্ঠিবদ্ধ রহস্যগুলির একটি।

অমিত জানে মনটাকে ভালো করার জন্য ওকে এখন কার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু অপুর কথা ভাবতেই ওর আরো ডাবল মন খারাপ হয়ে যায়। ব্যর্থতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। মুখের মধ্যে একটা স্যাকামাইসিন স্যাকামাইসিন ভাব আসে। শায়লা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলো ও কিছুই খাচ্ছে না। গত কয়েকদিন যাবৎ ও কেমন যেনো বদলে যাচ্ছে। আগের মতো হৈ চৈ করছে না। রুমাল খুঁজে

না পেলে কারো ওপর রেগে যাচ্ছে না। আর সারাক্ষণ গুন গুন করে কি সব ইংলিশ গান করে । মাথা টাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না-তো? চারজনের সংসারে একজন পাগল। পঁচিশ পার্সেন্ট পাগলের সংসার। বড়ই বিপদের কথা।

কি হয়েছে অমি?

ভাবনার তার ছিঁড়ে যায় অমিতের। মাত্র অপুকে বাইকের পেছনে বসিয়ে স্টার্টার সোজা করে কিক দিয়েছে আর অমনি ভাবী ডেকে উঠলেন। দুধের মধ্যে চনার ফোটা। একটা বেরসিক ধরণের কাজ হয়ে গেলো।

অমিত শায়লার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে প্লেটের ভাতগুলো নাড়াচাড়া করছে। যেনো চাল থেকে ধান বাছতে বসেছে।

কি হলো অমি খাচ্ছো না?

ভাবী ভাল্লাগছে না।

কথাটা বলেই কেমন ওর কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করলো কিন্তু অমিত তা করে না। অনেক কষ্টে আবেগের লাল ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরে।

কেনো, তরকারী ভালো হয় নি? একটা লেবু নাও। এলাচি লেবু। ঘ্রাণে রুচি বাড়বে। আচার দেবো? আচার নিলে ভালো লাগবে।

দাও। টকটা দিও।

বয়ম থেকে এক ফালি আমের আচার অমিতের প্লেটে তুলে দিতে দিতে শায়লা ফিক ফিক করে হাসে।

এতো টক খাও। তোমার খবর আছে।

কেন, টক খেলে কি হয়?

সময় হৈলেই বুঝবা।

বলেই শায়লা আবারো হাসে। এবারের হাসিটা অন্যরকম। একটা রহস্যের গন্ধ পায় অমিত।

শায়লার সাথে অমিতের সম্পর্কটা অনেকটা বড়বোন ছোটভাইয়ের মতো। বয়সে ওর চেয়ে বড়জোর বছরখানেকের বড় হবে শায়লা। সম্পর্কটা হওয়া উচিত ছিলো বন্ধুর মতো, স্বাভাবিক সম্পর্ক। এটা সেটার জন্য ভাবীর ওপর ও প্রায়ই ঝাল ঝারে কিন্তু অপুর বিষয়টা খুলে বলার মতো সম্পর্ক শায়লার সাথে ওর তৈরী হয় নি।

ডায়নিং স্পেসের সাথেই শায়লার ঘর। ওখান থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মাইশা কাঁদছে।

তুমি খাও আমি মাইশাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।

মাইশার কান্না থামাতে শায়লা উঠে গেলো।

অমিত ভাতের প্লেটে হাত রেখেই মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেয়। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, টপ গিয়ার। বাইক ছুটে চলেছে এক'শ কিলোমিটার বেগে। অপুকে পেছনে বসিয়ে অমিতের স্বপ্নের বাইক পাখা মেলে আকাশে উড়তে শুরু করে। একটা দুষ্টামি বুদ্ধি আসে ওর মাথায়। এখন ব্রেক করলে কেমন হয়। অমিত ব্রেক করে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে অপুর নরোম বুকটা ওকে চেপে ধরে। অমিত মজা পায়। জিনসের আঁটসাঁট প্যান্ট আর টি শার্টে ওকে খুব সেক্সি লাগছে। অপুর শরীরের নানান রহস্যময় ভাঁজগুলো ওর দেখতে ইচ্ছে করে। ওর গায়ের গন্ধ, বিশেষ বিশেষ জায়গার গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে। এই মজা পাওয়াটা কিংবা অপুকে সেক্সি লাগা বা ওর শরীরের গন্ধ নেবার এই অদম্য

ইচ্ছেটাকে কি পার্ভারশন বলে ? পার্ভারশনের সংজ্ঞা কি ? নেদারল্যান্ডের আইনে ভাই-বোনের বিয়ে স্বীকৃত। পশ্চিমা বিশ্বে ভাই-বোন, বাপ-বেটা একসঙ্গে বসে সেক্স নিয়ে আলাপ করে। ন্যুড বিচগুলোতে নারী-পুরুষ একসাথে নেংটো হয়ে হাঁটা চলা করে। এগুলো যদি পার্ভারশন না হয়, তাহলে একটি যুবক আরেকটি যুবতীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকালে দোষ হবার কোনো কারণ নেই। নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় অমিত। যুক্তিগুলো ওকে খানিকটা স্বস্তি দেয়।

কি চমৎকার শরীর অপুর। ওর নরোম বুক অমিতের পিঠে, থেকে থেকেই চেপে বসছে। অদ্ভুত এক শিহরণ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। যেনো সমস্ত শরীরটা এক দীর্ঘ ঘুমের পরিতৃপ্তি নিয়ে একটু একটু করে জাগতে শুরু করেছে। এবার অপু ওর কোমল হাত দুটি দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। এতে ওর একটু সুড়সুড়ি লাগে, সেই সুড়সুড়িটাই একসময় আনন্দময় এক গভীর শিহরণ হয়ে ওকে ভালোলাগার এক অচেনা স্বর্গের পথে টানতে থাকে। টি-শার্ট আর প্যান্টে কী অপূর্ব লাগছে অপুকে। মেয়েদেরকে ছেলেদের পোশাকেই বেশী সুন্দর, স্মার্ট লাগে। একটা বারো হাত শাড়ি পেচানো মেয়েগুলোকে দেখলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। খেত খেত লাগে।

মাইশার পেটের আগুন নিভিয়ে ডায়নিং টেবিলে ফিরে আসে শায়লা। অমিতের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রেগে যায়। প্লেটে হাত দিয়ে উদাস হয়ে কোথায় যেনো তাকিয়ে আছে, হাসি হাসি মুখ। এই ছেলে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলো। ওর ভাইকে একটা ফোন করা দরকার। কিছুক্ষণ পর হয়ত বলবে, ভাবী একটা শাড়ি দাও, পরবো। পাগল ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরতে পছন্দ করে। আর মেয়েগুলি পরতে চায় ছেলেদের পোশাক। তারপর রাস্তায় নেমে যাবে। গলির মাথায় গিয়ে হাত তুলে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করবে। পাগলদের প্রধান কাজ হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। শহরের ট্রাফিক ব্যাবস্থা যে ঠিক নেই এটা পাগলেও বুঝতে পারে। শুধু বুঝতে পারে না পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

কি হলো তুমি খাচ্ছো না কেনো?

অনেকটা ধমক দিয়ে কথা বলে শায়লা। অমিতকে শাসন করার খুব একটা অধিকার শায়লা পায় নি। কারণ অজিতের স্ত্রী হয়ে এ বাড়িতে এসেই শায়লা দেখেছে অমিত এক জোয়ান ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, অনার্সের ছাত্র। এতোবড় ছেলেকে নিশ্চয়ই শাসন করা যায় না। তা-ও যদি অমিত কিংবা অজিত কেউ ওকে বলে কয়ে এই অধিকার দিতো? আজ হঠাৎ করেই অমিতকে ধমকে উঠলো কেনো শায়লা? এই ধমকটা অমিতেরও খারাপ লাগে না। বরং ওর কেনো জানি মনে হয় আরো আগেই ভাবীর উচিত ছিলো মাঝে-মধ্যে ওকে ধমক-টকম দেওয়া। শায়লাকে এই মুহূর্তে অমিতের খুব কাছের মানুষ মনে হয়। সব মানুষেরই একজন খুব কাছের মানুষ থাকা দরকার, যার কাছে নিজেকে ঝিনুকের মতো অবলীলায় খুলে দেওয়া যায়। অমিতের জীবনে তেমন মানুষ নেই। শায়লাই হতে পারে অমিতের সেই মানুষ।

অমি তোমার জন্য একটা খবর আছে।

কি খবর?

প্রশ্নটা করেই অমিত তাকায় শায়লার দিকে। শায়লা কি ভয় পায়? ও মিনমিনে গলায় বলে, তার আগে বল তুমি ভাত খাচ্ছো না কেনো?

খেতে ইচ্ছে করছে না ভাবী।

অমিতের গলায় তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নেই কিন্তু শায়লার মনে হয় ও খুব রুক্ষ কণ্ঠে কথা বলছে। পাগল হওয়ার প্রথম স্টেজ। মাত্রাটা পরীক্ষা করা দরকার।

অমি তোমার কি মনে হয় ট্রাফিক পুলিশের একটা চাকরী নিলে ভালো করতে?

অমিত হো হো করে হেসে ওঠে।

ঠিক বলেছো ভাবী। তবে কনস্টেবল না, সার্জেন্ট। তাহলে আমার একটা বাইক থাকতো।

মনে হয় দ্বিতীয় স্টেজের দিকে যাচ্ছে। যেভাবে হো হো করে হেসে উঠলো। প্রথমে সার্জেন্ট, তারপর হবে কনস্টেবল। এরপর নেংটা হয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করবে।

শাড়ি-টাড়ি পরতে ইচ্ছে....ক...রে তো....মার ক..খনো?

ভেঙ্গে ভেঙ্গে দ্বিধায় জড়ানো কণ্ঠে কথা বলে শায়লা।

এবার অমিত আরো জোরে জোরে হাসে। হাসতে হাসতে প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হয়। এরপর ও টেবিল থেকে উঠে যায়। বেসিনে হাত ধুয়ে আবার টেবিলে ফিরে আসে।

ভাবী, কিছু মনে কোরো না। আজ আমি খাবো না।

এর মানেটা কি রান্না ভালো হয় নি। পাগলের মতি-গতি বোঝা মুশকিল।

তোমার কি মনে হয় রান্না ভালো হয় নি? যদি এটা মনে হয় তাহলে ভুল ধারণা করবে। রান্না ভালোই হয়েছি। কারণ আমিও খাচ্ছি। খারাপ হলে বুঝতে পারতাম।

শায়লার এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে। একজনতো ব্যাবসা নিয়েই ব্যস্ত, শনিবারেও তার অফিস। আরেকজন অর্ধপাগল, পুরা পাগল হওয়ার পথে।

রান্নার প্রশংসা না করলে ভাবীর মাথায় রক্ত উঠে যায়, এটা অমিতের অজানা না। ভাবীর ধারণা তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাধুনী। খাওয়ার জন্য অমিতকে এতো কথা বলার পেছনে কারণ একটাই, রান্নার প্রশংসা শোনা।

ভাবী এতোক্ষণে তুমি আসল কথাটা বলেছো। আজকের রান্নাটাই যাচ্ছেতাই হয়েছে। নইলে তুমিই বলো, খাবার রেখে উঠে যাওয়ার মানুষ আমি? বুয়াকে দিয়ে কেন যে রান্না করাও, তোমার হাতের রান্না হলে কি আর এতোক্ষণ ভাত নিয়ে বসে থাকতাম, তা-ও আবার আমার প্রিয় কৈ মাছের দোপেয়াজা।

অমিত খুব ভালো করেই জানে আজ শায়লাই রান্না করেছে। কারণ বুয়া তিনদিন ধরে সিএল-এ আছে। ভাবীর লিভ ল-তে একটানা সর্বোচ্চ তিনদিন সিএল নেয়া যায়। বুয়া এবার পুরোটাই নিয়েছে। অবশ্য বুয়ার স্বামী বিশিষ্ট রিক্সাচালক, আব্দুল মালেক খবর দিয়ে গেছে, তার স্ত্রী পেটের পীড়ায় ভুগছে। যেহেতু ভাবীর লিভ ল-তে এখনো সিক লিভ চালু হয় নি তাই বুয়াকে সিএল-ই নিতে হয়েছে। শায়লার অবশ্য অন্য সন্দেহও আছে। জমিলাই এই সন্দেহটা ঢুকিয়েছে।

বেডায় একটা খবিসগো আম্মা। খালি সারাদিন যাতাযাতি করতো চায়। দুই দিন রিক্সা চালাইলে তিনদিন যাওনের খবর নাই। খালি পুন্দে পুন্দে কাফিলার আডার মতো লাইগ্যা থাহে। পরের বাড়ির কাম করি। বেডারে হেই কতা বুজান যায় না। তয় মানুষটা বড় বালাগো আম্মা। আমারে বড় সুহাগ করে।

এরপর জমিলা শরমে মরে যায়। আঁচলটা টানতে থাকে মুখ ঢাকার জন্য।

দোষটা যেহেতু অমিত বুয়াকে দিয়েছে তাই শায়লা আর রান্নার প্রসঙ্গটা লম্বা করতে চাচ্ছে না। কিন্তু অমিতেরতো অজানা থাকার কথা না যে বুয়া ক'দিন ধরে আসছে না। তাহলে কি আমার সাথে রসিকতা করছে। এটা একটা নতুন বিষয়। অমিত কখনোই আমার সাথে রসিকতা করে না। এর মানেটা কি? পাগল কনফার্মড।

ঠিক আছে কৈ মাছ না খাও। এক পিছ মাংস দিই, মাংসটা ভালো হয়েছে।

না দিও না। আমার মুখে রুচি নাই। এক কাজ করো, আমাকে একটা কাপ দাও।

উল্টা পাল্টা কথা শুরু হয়েছে। একবার বলছে রান্না খারাপ। আবার বলছে মুখে রুচি নাই। বিষয়টা কি আজই শুরু হলো, নাকি আরো আগেই শুরু হয়েছে? জানা দরকার। জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। পাগলকে পাগল বললে ক্ষেপে যাওয়ার কথা। যদি ক্ষেপে না যায় তাহলে বুঝতে হবে এখনো পুরা পাগল হয় নাই। হওয়ার পথে।

শায়লা বললো, কাপ দিয়ে কি করবে? চা খাবে? আগে ভাত খেয়ে ওঠো, আমি তোমাকে কফি করে দেবো।

পাগলেরা ঘন ঘন চা খায়। কাপ দিয়ে না, মগ দিয়ে খায়, বালতি দিয়েও খায়। ঢক ঢক করে গরম চা খায়, তৃষ্ণার্ত রিক্সাওয়ালাদের ঢকঢক করে পানি খাওয়ার মতো। পাগলেরা কখনো চুমুক দিয়ে কিছু খেতে পারে না।

অমিত বললো, আমি চা কিংবা কফি খাবো না। ডাল খাবো। চায়ের মতো রেলিশ করে কাপে নিয়ে ডাল খাবো।

বিষয়টা শায়লার মোটেও ভালো ঠেকছে না। বাসায় ওর ভাই নেই। কখন কি করে বসে কে জানে। পাগলের কোনো আপন পর নেই। মাইশার গলা টিপে ধরতে পারে। অন্য একটা কথা মনে হয় শায়লার। আর তখনি ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। ওই রকম কিছু করতে চাইলে আমি কি করবো, চিৎকার করবো? ভাইল দিয়ে সময়টা পার করা উচিত। অজিতের ওপর মেজাজটা ওর অতিরিক্ত খারাপ হয়। খালি ব্যাবসা ব্যাবসা করে। একদিন ফিরে দেখবে বৌ-বাচ্চা শেষ। বৌ রেইপড আর কন্যা ডেড। ছি ছি আমি এসব কি ভাবছি। তৌবা তৌবা। আসতাগফিরুল্লা রাব্বি মিনকুল্লে জাম্বেউ ওয়াতুবে ইলাইহে লাহাওলা ওয়ালাকুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আজিম। হে পাক পরওয়ারদেগার, না বুঝে যে কথা ভেবেছি তুমি তা ক্ষমা করে দিও। ডায়নিং স্পেস সংলগ্ন রান্নাঘর থেকে একটা কাপ নিয়ে আসে শায়লা। সাথে একটা পিরিচও আনে। আবার হয়ত বলবে, কাপ এনেছো পিরিচ আনো নাই?

অমিত কাপে ডাল নিয়ে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। ঢকঢক করে খাচ্ছে না।

ভাবী, তোমার কি হাসি পাচ্ছে?

হাসি পাবে কেনো? কাপে করে ডাল খাওয়াতো আর খারাপ কিছু না। তুমি ডালের সাথে চিনি মিশিয়েও খেতে পারো। চিনি নিয়ে আসবো? দু'চামচ চিনি দেই? হি হি হি।

হাসি পাবারই কথা। ভাবী শোনো, কাপে করে ডাল খাওয়ার এই বুদ্ধিটা কিন্তু আমার না। আমাদের নিপ প্রফেসর ইয়াহিয়া স্যারের।

নিপ মানে কি?

মনে মনে বলে শায়লা, পাগলের কোনো সাংকেতিক ভাষা?

নিপ মানে নির্বাহী পরিচালক। কাপে করে ডাল খাওয়ার পিছনে একটা ছোটোখাটো ইতিহাস আছে।

সেই ইতিহাসটার নাম নিশ্চয়ই ডাল ইতিহাস। ডাল ইতিহাস শোনার কোনো আগ্রহ নেই আমার।

ঠিক আছে, ডাল ইতিহাস শুনতে না চাও তাহলে ডাল প্ল্যানিংটা শোনো।

ডাল প্ল্যানিং! সেটা আবার কি? ভাত খাওয়ার পরে সবাইকে এক কাপ করে ডাল সার্ভ করা?

তোমারতো দেখি অনেক বুদ্ধি। প্রায় ধরে ফেলেছো।

মনে মনে বলে শায়লা, বুদ্ধির কি দেখেছো। যখন পাবনায় পাঠাবো তখন বুঝবা।

অমিত বলে, অনেকটা ওইরকমই। তবে অমিত'স ডাল প্ল্যানিং ইস লিটল বিট মোর অ্যাডভান্সড।

শায়লার বলতে ইচ্ছে করে, কথায় কথায় ইংরেজি বলছো কেনো? এইটাতো পাগল হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু ও কিছুই বলে না। ভালোয় ভালোয় সময়টা পার করতে পারলে হয়। শায়লা বড় বড়

চোখ করে তাকায় অমিতের দিকে। ওর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। এবার তাকায় ডালের কাপে চেপে বসা ওর চারটি আঙুলের দিকে। আঙুল কাঁপছে।

অমিত আবার বলতে শুরু করে, ভাবছি এখন থেকে মেহমান এলে চা, কফির পরিবর্তে সুদৃশ্য কাপে অতিথিদের ডাল সার্ভ করলে কেমন হয়। খাদ্য হিসাবে চায়ের চেয়ে ডাল অনেক উন্নত। ডালে প্রচুর প্রোটিন আছে। বাঙালী জাতির প্রোটিন দরকার।

এইটাও কি তোমার নিপ'র আইডিয়া?

না, এইটা আমার আইডিয়া। আচ্ছা এবার বলো, আমার জন্য নাকি কি খবর আছে তোমার কাছে? খবর বলো।

একজন তোমার খোঁজ করতে এসেছিলো? ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করলো।

কে সেই একজন?

তুমি বলো দেখি, কে সে?

ফাতেমা বেগম।

কিভাবে বুঝলে?

শায়লা অবাক হয় না। কিন্তু অবাক হওয়ার ভান করে।

ভাবী শোনো। আমি যে বুঝতে পেরেছি এজন্য তুমি কিন্তু অবাক হও নাই, অবাক হওয়ার ভান করেছো।

শায়লার মুখটা চিমসে যায়। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মতো একটা অপমানের কালো মেঘ ওর মুখে ভর করে।

মাইন্ড করলা? মশকরা করলাম। ভাবীর সাথে দেওরেরা কি মশকরা করে না? কিভাবে বুঝলাম বলছি শোনো, বিবাহযোগ্য কোনো ছেলের কাছে ভাবী জাতীয় কেউ যখন কোনো কিছু বলার আগে রহস্য করে তখন বুঝতে হবে, তিনি একটি যুবতী নারীর প্রসঙ্গে কথা বলবেন। তোমার কাছে আসার মতো আমার চেনা একজন যুবতী নারীই আছে। মোখলেছউদ্দীন সাহেবের মেয়ে ফাতেমা। খুব সোজা হিসাব। সরল অঙ্ক।

তোমার সরল অঙ্ক ভুল হয়েছে। যে মেয়েটি তোমার খোঁজ নিতে এসেছিলো তার নাম অপু।

অ্যাঁ, কি বললে? কি নাম বললে?

অমিতের মুখ হা হয়ে যায়। ও আর কিছু বলতে পারে না। খুশিতে ওর কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এক পশলা বাতাশ এসে জানালার পর্দাটা দুলিয়ে দিয়ে যায়। অমিতের মনে হয় ওর হৃদয়টা দুলে উঠলো। চোখ যায় নিচের বাগানে, ওখানে গন্ধরাজ ফুলের একটা ডাল অনেকগুলো বৃষ্টিভেজা শাদা ফুলের ভারে নুয়ে আছে। ভেজা ফুলের গন্ধ পানশে হয়ে যায়, সেই গন্ধ বাতাশে ছড়ায় না। কিন্তু অমিতের মনে হয় পুরো ঘরটা এখন গন্ধরাজ ফুলের সুবাসে ম ম করছে। অমিত শায়লার হাত চেপে ধরে। শায়লা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। এই ছেলে জীবনেও এ কাজ করে নি।

অমি তোমার কি মাথায় কোনো গন্ডগোল হয়েছে?

সামান্য হয়েছে।

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে অমিত।

ভাবী, ও কি কি জিজ্ঞেস করলো?

ও টা কে?

অপু।

তুমি চেনো না-কি?

পরে বলছি, আগে বলো, আমার সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করলো?

তোমার মাথার ছিট ফিট আছে কি-না জানতে চাইলো।

ধ্যাৎ ফাজলামো করো না-তো।

মনে হয় মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।

কি করে বুঝলে?

তোমার সম্পর্কে কথা বলার সময় ওর নাক লাল হয়ে উঠেছিলো। মেয়েরা তার পছন্দের মানুষ সম্পর্কে যখন কথা বলে তখন তাদের নাক লাল হয়। এইটা হলো পছন্দ-অপছন্দ বোঝার একটা লক্ষণ। ডেভেলপমেন্টের ভাষায় তোমরা যাকে বলো ইন্ডিকেটর।

অপু সেই রকম মেয়ে না। ওর নাক ফাক লাল হয় না।

ও..তাই নাকি? আচ্ছা, এ ওই মেয়েটা না, যাকে নিয়ে কাগজে লেখা-টেখা বেরিয়েছিলো?

হ্যাঁ, ও একটা অহেতুক ঝামেলায় পড়েছিলো।

ঝামেলার হেতু যা-ই হোক, তুমি ভাই সাবধানে থেকো। বেশী জড়া-জড়ি কোরো না।

কি বললে?

বললাম বেশী জড়িওনা আর কি।

অমিত এতো সহজভাবে এসব বিষয় নিয়ে ভাবীর সাথে কথা বলতে পারবে আগে কখনো চিন্তাও করে নি। মনে হয় মাথা খুলে যাচ্ছে। মানুষ চিন্তার বাইরেও অনেক কিছু করে। আগে থেকে টের পাওয়া যায় না।